

নকল বন্ধ হোক

পরীক্ষায় নকল করার আশ্রয় আর কোন গোপন বা লুক্কায়িত পথের ব্যাপার নেই, বরং এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী একে অধিকারের ব্যাপার বানিয়ে ফেলতে চাইছে। তারা কত যে বেহায়া ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে চলমান ডিগ্রি পরীক্ষায় তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ কেন্দ্রে নকলের সুবিধা নেই বলে আট শ' পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৬৯ জন পরীক্ষার হাজিরা দিয়েছেন। কতিপয় সরকারী কলেজ কেন্দ্রের চারশত পরীক্ষার্থী নকলের সুযোগ দেখার দাবীতে পরীক্ষা বর্জন করে। বগুড়ায় জেলা স্কুল উপকেন্দ্রে নকল উপলব্ধ করে কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা বর্জন করেছে। কয়েকজন পরিদর্শক তাদের হাতে নিগাহীত হয়েছেন। বিভিন্ন উপকেন্দ্রে জব্দ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কয়েকটি উপকেন্দ্রে পুলিশ ১১ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করেছে। পঞ্চগড়ে মকবুলুর রহমান সরকারী কলেজ কেন্দ্রে নকল নিয়ন্ত্রণে যেমন কোন কড়াকড়ি না থাকায় শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা প্রহসন বর্তমানে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে এসব ঘটনা তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

পরীক্ষায় নকল আরম্ভ হলে অনেক স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার সরকারী কেন্দ্রে ছাড়া বাকি প্রায় সবখানেই নকল অনেকটা অব্যাহত চলেছে। নকলের কত রকম কৌশল! বই দেখা লেখা, বাইরে থেকে নকল সরবরাহ অথবা মাইকে ডিক্টেশন, খাতা বদল, একের বদলে অন্যে পরীক্ষা দেয়া আরও কত কি।

নকলের ফলে কেবল আমাদের শিক্ষা মানেরই অবনতি ঘটছে না, প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও কতিগত হতেছে। নকল করে অনেকে ভাল ফল করেছে বলে তাদের মেধার যথার্থ মূল্যায়ন হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে তারা অসুবিধায়ও পড়ছে।

শিক্ষা, শিক্ষার্থী এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বর্তমান নকল-প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ একান্ত অপরিহার্য। সম্ভাব্য সকল দৃঢ়তা নিয়ে নকল প্রতিরোধ করতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রশাসন সম্মিলিত প্রচেষ্টা চলালে নকলের নরকরা তাদের অপকর্ম চলাতে সাহসী হবে না বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। শিক্ষা ও পরীক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যেও নকলের অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সুতরাং প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার অপেক্ষা রাখা না। স্কুল-কলেজে শিক্ষা-শিক্ষণ নিয়মিতভাবে চললে নকলের প্রবণতা অনেকখানি কমে আসবে। দেশের ছাত্র সমাজ এবং শিক্ষকে বাঁচাবার জন্যই নকল নিয়ন্ত্রিত হওয়া খুবই দরকার।